

মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার

রওজা

শরীফ



সম্পাদনায়

সাজ্জাদানশীন খাদেমুল ফোকরা

মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার

প্রকাশক

আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগরী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাগর শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৯ ইংরেজী।
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০০৬ ইংরেজী।
৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২৫ জুন ২০১২ ইংরেজী।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

মাইজভাগরী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাগর দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪
ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

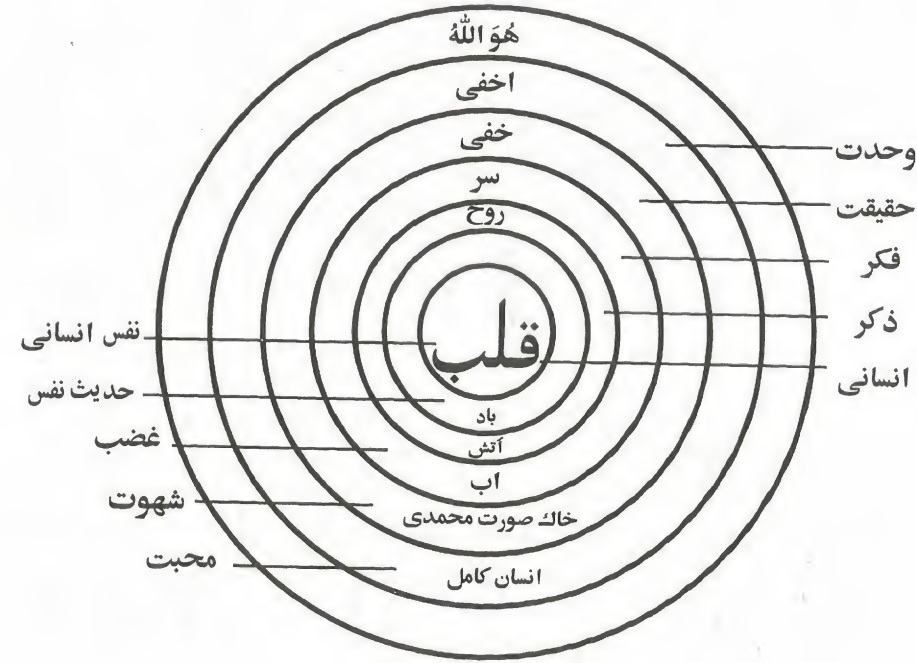
E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com
Website : www.maizbhandarsharif.com

হাদিয়া

দশ টাকা মাত্র

মূল তত্ত্ব-৩

মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার



فما انت هو بل انت هو و ترأه في ☆ عين الامور مسرحا ومقيدا

		১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নফ্‌হের নাম	اِقَارَة	لِقَامَه	ملهمه	مطلّمه	راضيه	موضيه	كامله
২।	কর্ম	প্ররোচনা	অনুতাপ	স্রষ্টাপ্রেরণা	সন্তোষ	সন্তুষ্টি	তুষ্টিত	পূর্ণমানবতা
৩।	অবস্থান ক্ষেত্র	দৃশ্য জগত عالم شهادت	মধ্য জগত عالم برزخ	বাস্তব دুষ্ক স্পৃহা علاج	মানবতা حقيقت محمدي عليه وسلم	رضا وتسليم তুষ্টি বা لا هوت অসীম দর্শন	যথাযথ স্রষ্টা জ্ঞান شهود ذاتي	বহুত্ব একত্ব دخفاء দর্শন পূর্ণমানবতা انسان كامل বা
৪।	প্রকৃতি বা হাল	বাসনা ميل	ভালবাসা محبت	বাসনা শূন্য প্রেম عشق	মিলন বা وصلة	গ্না বেপরওয়া ও নিশ্চিত	الحيرة বিভোর চিত্ত	بقاء بالله سبر مع الله খোদা সঙ্গতি
৫।	অবতীর্ণ ধর্ম	শরীعت বা বিধান ধর্ম	طريق বা আধ্যাত্মিক ধর্ম	নিজ পরিচয় معرفت	প্রকৃত জ্ঞান বা حقيقت	খোদা তত্ত্ব জ্ঞান বা عرفان معرفت	শরীعت ধর্ম রহস্য مشيت ايزدي	উপরে বর্ণিত সমস্ত কিছু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

ভূমিকা

পরম দাতা-দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার হাবীবদের প্রতি দরুদ-সালাম, এবং অলীয়ে কামেলের আনুগত্য জ্ঞাপনান্তে রুহানী ফয়জ বরকতের উমেদারীতে নিবন্ধ রহিলাম।

আমি বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থ লেখার পর আমার মুরীদ এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকের একটি সংক্ষিপ্ত “অজীফার” জন্য অনুরোধে এবং অনুরূপ এই তরীকতের পূর্ববর্তী বুজুর্গানের সাধনা, জিকির, নিয়ম পদ্ধতি ও তদুৎপত্তি সংক্ষিপ্ত তত্ত্বাদির জ্ঞান অর্জন হয় মত কিছু লিপিবদ্ধ করিতে রাজী করে।

যদিও আমি বিদ্যাহীন, গাউছে পাকের খেদমত ছোহবত ও দোয়ার বরকতে, মোল্লা ছা'য়াদীর (রঃ) মতে ফুলতলার মাটিতে ফুলের গন্ধ লাভের মত, আমি অকিঞ্চিৎকরকেও তাঁহারা ঐ চক্ষে দেখেন, কাজেই রাজী না হইয়া পারি নাই।

বিশেষত :- পীর ছাড়া পীর, ধর্মীয় বাঁধন হারা ফকীর, কোরান হাদীছ, ছুফী মতবাদ জ্ঞানহীন ফিকিরবাজ লোকের কাজ কারবারের ফলে ফকীরীর নামে যেই উশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে এইগুলির প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কামেল পীর, বুজুর্গানের নামে হুকুম, স্বপ্ন ইত্যাদি উদ্দেশ্য মূলক মিথ্যা কথা ফলাইয়া যাহারা এই ব্যবসা চালায় এবং সরল বিশ্বাসী লোককে ঠকায় তাহারা অনেকেই নিজের কোন ছিলছিল দেখাইতে না পারায় নিজকে মাইজভাগুরী বা আজমিরী বলিয়া পরিচয় দেয়। যেহেতু এই দেশে উক্ত দুই দরবারের নাম শান অতি প্রসিদ্ধ।

ইহারা যে “গিল্‌টী” এবং ঠগী ব্যবসায়ী তাহা বুঝিতে চিন্তাশীল লোকের দেয়ী হইবেনা; যখন দেখিবে তাহাদের কথাবার্তা চালচলন সামঞ্জস্য বিহীন, তাহারা লোকের সামনে যাহা দেখায় বা বলে তাহা অবস্থা ও আচরণের বেলায় কোন মিল বা সত্যতা নাই বরং ভাওতা অথচ তাহাদিগকে ভুল বুঝার দরুণ সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা প্রকৃত ছুফী মতবাদের প্রতি আস্থা হারাইতে চলিয়াছেন। যাহার ফলে সমাজ জীবনে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

যেহেতু এই বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা দেখিতে পায়, এই বুজুর্গবেশী ব্যবসায়ী শাহ ছাহেব উপাধীধারী লোকেরা যাহা বলে তাহা করেনা এবং তাহাদের কৃতকার্যের সঙ্গে কথার কোন মিল নাই। নিজে যাহা খায় ও পরে, পরের জন্য তাহা উচিত মনে করে না। নেকী ও ভালাইর নামে টাকা নিতে উৎসাহী কিন্তু দিতে ইচ্ছুক নহে। বরং “মন্নাঈন্ লিল্ খায়ের” সংকার্য বিমুখ তাল বাহানা ও ওয়াদা খেলাফ করে। তাহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড অতি নড়বড়ে। তাহারা খোদা আগ্রহী নহে বরং টাকার লালসাই তাহাদের নিকট বেশী দেখা যায়। তাই অধিক সময় তাহাদিগকে লোকের ঘরে-ঘরে দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া টাকার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। ফার্সী পরিভাষায় যাহাকে “দরিও জাগর” বলে। বহু স্থলে ভাওতা ধুকা ও মিথ্যাকে এই ব্যবসার সম্বল করে বা করিতে বাধ্য হয়। যেহেতু তাহারা “আদলে মোত্লাক” বা বিচার সাম্যে বিশ্বাসী নহেন।

এতদ্বাড়া অপর পক্ষে কতক লোক এই রকমও আছেন, যাহারা ছুফী মতবাদকে “স্নো-পয়জন,” বহুমুত্র এবং আফিমের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন। এই সংসার আসক্ত বাহির-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা পূর্ব হইতেই এই মর্মবাদী ছুফীদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন কাজেই এহেন অবস্থাতে ধাঁধা সৃষ্টি হওয়া বা ভুল বুঝা অস্বাভাবিক নয়। উভয় অবাঞ্ছিত হইলেও কি করা যায়? হাফেজ সিরাজী (রঃ) বলেন :-

گر جان بدهر سنگ سیل نکرود
باطنیت اصلی چه کند بعد گهر افتاد

অর্থাৎ কেহ আত্মহত্যা করিলেও কালো পাথর লাল হইবে না। যেহেতু তাহার জন্মগত স্বভাবকে পরিবর্তন করা যায় না। ইহারা বিভেদকারী। মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :-

যাহারা খোদার এলহামের মালিক তাঁহারা জীবন খনি। যাহারা কল্পনা-বিলাসী অনর্থকারী তাহারা জীবন বিনাশী বিষতুল্য। অথচ এই খোদা-ভেদী সংসার অনাসক্ত লোকের সংশ্রব ছাড়া খোদায়ী আমানত “তৌহীদ” বা খোদা পরিচয় দায়িত্ব আদায় ও তাঁহার নৈকট্য লাভ সম্ভব নহে, যাহা সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজেব এবং আদলে মোত্লাকের সহায়ক।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন :-

উটপাখী সদৃশ্য ফাঁকিবাজ নফ্‌হকে জবাই করিতে হইলে পীরের ছায়া দরকার, অতএব এই প্রবৃত্তির হত্যাকারীর আঁচলকে শক্ত করিয়া ধারণ কর। যাহার ফলে বনী ইহ্রাইলের গরু জবাইর ঘটনার ইঙ্গিত মিলিবে ও তোমার মানবতার বিনাশকারী নফ্‌হের পরিচয় পাইতে সক্ষম হইবে।

তাই তজকীয়ায়ে মোখতাহার এবং সংক্ষিপ্ত অজিফাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডকে “মূলতত্ত্ব” নামকরণে, তাহাতে খোদা পরিচয় জ্ঞান কিরূপে ওয়াজেব, স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য; কোরান মজীদের আয়াত দৃষ্টে প্রমাণ করিয়া প্রামাণ্য কেতাবের হাওলা সহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই মূলতত্ত্ব খণ্ডে পীরে কামেলের আনুগত্যের আবশ্যিকতা, অপরিহার্যতা, ও তদ-উপকারাদিও সংযুক্ত করিলাম।

১নং/২ নং নম্বা দ্বারা নফ্‌হে ইনছানী ও রুহে ইনছানীর অবস্থা, প্রকৃত মানব বা ইনছানে কামেল কে? নিজ পরিচয় ও খোদার পরিচয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

যেই বুঝ ব্যবস্থা ও আনুগত্যের জন্য ছন্নতে মোস্তফা মতেই পীর-মুরীদি প্রথা প্রচলিত। তরীকা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভব হইতে দেখা গেলেও সকলের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন ও এক।

এতদসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া মাইজভাগারী তরীকার বায়াত নিয়ম দস্তুর, আরবী ও বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

লতিফা বা সূক্ষ্মতা নির্দেশক স্থানগুলির নাম, জিকির, ফিকির, স্মরণ পদ্ধতিও অভিহিত করিলাম।

ইহাও প্রমাণ্য দলীল দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টিত হইলাম, এই জিকির বা স্মরণ ফিকির বা ধ্যান দ্বারা মানব কোন স্তরে যাইয়া পৌঁছিতে পারে।

ইহাও প্রতিপন্ন করিলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা মতে সপ্ত প্রকার নফ্ছে ইনছানীর অবস্থা কি? প্রত্যেক মকামে মুক্তির জিকির কি? এবং তাহার সংখ্যা কত? হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগারীর “উছুলে ছাবয়া” বা সপ্ত পদ্ধতি কি? ইহা কত সহজ, সুলভ এবং বিশ্ব বিজয়ী ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন। হাফেজ সিরাজী (রঃ) এর পরিভাষায় বলিতে হয়।

ثَرْكَانِ تَوَاتِيغِ جِهَانْگِيرِ اَوْرْدِ

بِسِ كَشْتِه دِلِ زَنْدِه كِه پَرِيكَدِ يَكْرِ افْتَادِ

অর্থঃ :-

তোমার চোখের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অশি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল জীবিত মানুষগুলি একের উপর অপর পড়িতে আরম্ভ করিল।

কাঞ্চনপুরী মওলানা হাদী ছাহেব পয়ার সুরে লিখিয়াছেন।

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরী বাজার।

প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাগার মাঝার।।

সেখা এক মহাজন নূরে আলম গাউছন।

সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার।।

প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে।

সেকান্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার।।

চিননিরে সাধুগণ সে কেমন রসিক জন।

প্রভুর ভাগুর জান হাতেতে তাঁহার।

দাসহাদী শক্তিহীন দিতে পারে নাহি চিন।

আহাদ আহমদ মাঝে মিমের দিওয়ার।।

(রত্ন ভাগুর ৩৬ নং শে এর)

এই প্রথম খণ্ডের মাঝখানে আমার পীরে কামেলের পীরি ছিলছিল বা “শজরা” শরীফ অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহাতে পীরে তাফাইয়াজের এবং পীরে বায়াতের যিনি “ওয়াছেল” বা মৃত বিধায়, নাম উল্লেখ নাই। যেহেতু আমার পীরে বায়াত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক (কঃ) ঐর ওফাত হইলে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) হইতে পুনঃ বায়াত হাছেল করি এবং তাঁহার তরীকত পন্থা মতে কাদেরীয়া ছিলছিল মানিয়া চলি। কুতুবুল আক্ তাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) আমার পীরে তাফাইয়াজ বিধায়, মোনাজাত শজরা শরীফে আমার পীরে বায়াত এবং পীরে তাফাইয়াজ উভয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রূপ হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ মোহাজেরে মদনী লাহোরী (কঃ) হযরত গাউছে পাক মাইজভাগারী (কঃ) ছাহেবের পীরে তাফাইয়াজ বিধায়, ঐ মোনাজাত শজরা শরীফে শাহ্ দেলাওয়ার আলী (কঃ) ঐর নাম উল্লেখ আছে। অথচ পীরি ছিলছিলতে গণ্য হয় নাই। যেহেতু হযরত আবু শাহ্ মা মওলানা সৈয়দ ছালেহ লাহোরী (কঃ) ছাহেব, হযরতের পীরে বায়াত হন। তাই তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই তজকীয়ায়ে মোখতাছরের দ্বিতীয় খণ্ডে, বুজুর্গানে দ্বীনের আচরিত মজমুয়া অজিফা হইতে কিছু কোরান পাকের ছুরা সপ্তম হাইকেল, ছালাম, দোয়া দরুদ শরীফ, কছিদা এবং মোনাজাত লিপিবদ্ধ করিয়া, পড়িবার নিয়ম পদ্ধতিও সঙ্গে দিলাম। তৎপর নাশেরানে কুতুবে লাহোরীর অজিফা অনুসরণে হেজবুল বাহার মোখতাছার নিয়ম পদ্ধতি সহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইহার পর জেয়ারতে কবর ও কশ্ফে কবরের নিয়ম পদ্ধতি, কাজায়ে হাজাতের নামাজ ও দাওয়াতের দস্তুর সহ লিখিয়া এই সংক্ষিপ্ত অজিফাখানাও সমাপ্ত করিলাম। ইতি-গ্রন্থকার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

এহ্যাউল উলুম নামক কেতাবে হজরত ইমাম গজালী (রঃ) কোরান পাকের ছুরা আহজাব ৭২ আয়াতের হাওলা দিয়া লিখেন। আল্লাহতায়ালার বলিয়াছেন “আমি আমার আমানত আছমান, জমীন এবং পাহাড়ের সামনে ধরিলাম; সকলেই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং ভয়প্রাপ্ত হইল। মানবই তাহা গ্রহণ করিল।” এই আমানত খোদাতত্ত্ব; আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জ্ঞান এবং তৌহীদ; এবং যাহা মানব সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। আয়াতটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.
(قرآن سورة احزاب ৭২ آية)

মানবজাতি এই আমানতকে গ্রহণার্থে কোরানে হাকিম বর্ণনা করেন, তাহারা “জলুম” ও “জহুল,” অবুঝ ও মূর্খ; তাই এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে।

এই স্থলে অবস্থা মত দেখা যায় মানবে সঞ্চিত আদি গুণ “জিবিল্লতে শয়তানী” বা শয়তানী স্বভাব যাহা গুণ-গরিমা প্রকৃতি প্রভাবে নিজকে শ্রেষ্ঠ ও বেশী মনে করা জনিত দোষে প্রাকৃতিক ও স্বভাব সিদ্ধভাবে জালেম ও নিজকে অপদস্থকারী। এই স্থলে ফেরেশতা-স্বভাব আনুগত্য গুণ নিস্প্রভ ছিল। মানবীয় গুণ ও পরিণাম জ্ঞানহীন ছিল। যেহেতু নাছুতী বা দৃশ্য জগত উপস্থিত কাম্যচিন্তাই এখানে চেতনা সম্পন্ন ছিল। তাই এই স্তরে ব্যক্তি সত্ত্বা আত্ম পরিচয়ের অভাবে মানবতা বা ইনছানে কামেল যাহা খোদার প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন এবং খোদা-ভেদী ইহা না জানার দরুণ মূর্খ ও অজ্ঞ অপরিণামদর্শী ছিল।

কাজেই এই “হেজাবে জোলমানী” বা স্থূলজগত নাছুত প্রেরণা প্রাধান্য দৃশ্য মাটির মানুষ, শয়তানের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বাণী “মা মানা’য়াকা আন্ তহজুদা লেমা খালাকতু বে এদাইয়্যা” এই মর্শ্বমতে দুই শক্তি বস্তু মালাকুতী বা ফেরেশতা প্রকৃতি এবং নাছুতী বা শয়তানী প্রকৃতির সম্মিলনে, প্রশংসিত আকৃতিতে ছুরতে মুহাম্মদী রূপে গঠিত মানব **أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ** “আহসনে তাকবীম” বা শ্রেষ্ঠতম গঠনে সৃষ্ট ইনছানই খোদার যথাযথ বিকাশ স্থলে পরিণত। এই সৃষ্ট আদমই খোদার খলীফা, খোদায়ী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ এবং খোদার স্বভাবে স্বাভাবিত। রসুলের বাণী “খালাকাল্লাহ আদামা আলা ছুরতেহি” এর ভাবার্থে খোদাভেদী খোদার অবয়ব গুণে গুণান্বিত। এহেন অবস্থায় ইনছান মানব সত্ত্বা আয়না বা দর্পণ সদৃশ্য। খোদা-ভেদী আদম তাঁহার খোদা “নমা” বিকাশ আকৃতির জন্য নিজের অলক্ষ্যেই এরফানে এলাহি বা খোদা পরিচিতি তত্ত্বের জিম্মাদারী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা তাঁহার জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে ছিল এবং জানিবার অবকাশই ছিলনা। তাঁহার সৃষ্টি নিপুনতাই তাঁহাকে অলক্ষ্যেই স্রষ্টা-পরিচয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যেমন “আয়না পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে” সম্মুখের সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ মানব অন্তর পরিষ্কার ও আড়ালমুক্ত হইলে খোদার গুণ গরিমা, সত্য সত্ত্বা অলক্ষ্যেই আয়ত্ব হইয়া যায়। যেহেতু খোদাতায়ালাই নিত্যসত্য ও বিদ্যমান সত্ত্বা। সুতরাং এই স্তরে তাহাকে “জলুম” নিজের উপর অত্যাচারী এবং “জহুল” বা অজ্ঞ বলা অযৌক্তিক নয়। যেহেতু সে ব্যক্তিও ব্যষ্টির টানে দিশেহারা।

মাটির বালি যেইরূপ দর্পণ যোগ্যতা রাখে, তদ্রূপ মাটির মানুষও উর্দ্ধ জগতের অজানা সূক্ষ্ম বস্তু বিকাশের যোগ্যতা সম্পন্ন যাহা সূক্ষ্ম ফেরেশতা জগতের ও রুহানীয়তের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত এবং মানবের হুস, চিন্তার পর্যায়ভুক্ত। “তাই এই দৃশ্য জগতে মাটির সৃষ্ট মানব, স্রষ্টা বা জাতে এলাহীর দর্পণ তুল্য।” খোদার রূপে রূপায়িত, গুণে গুণান্বিত, বরজখ খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত; মঙ্গলকামী বর্দ্ধনকারী, এই বিশ্বের “রব” পালনকর্তা খোদা প্রতিভূ। এই কারণে মানব নিজকে খোদার মহাশক্তির আধার ও খোদায়ী শক্তির স্পন্দন, দর্শন, সৃষ্টির “উলুহিয়তের” স্তরে

বিলিন, ঐ সত্ত্বাতে বিদ্যমান ও শক্তিতে শক্তিমান বুঝা, দেখা একান্ত দরকার। তাহা না হইলে নিজ ও স্রষ্টার পরিচয় “এরফান” বা “মায়া-রেফাতের” আমানত আদায় হইতে পারে না। যাহা “মন আরফা নফ্‌ছাহ্ ফকদ্ আরফা রব্বাহ্” হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোরান মতে স্ত্রী পুরুষ সকলের উপর এই পরিচয় ওয়াজেব বা অপরিহার্য কর্তব্য। ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব জাতিই ইহার জন্য দায়ী। আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) নাছুতী প্রেরণা কামনার দিকে একটুখানি ঝুকিয়া পড়ার ফলে তিনি গণ্ডির আড়ালে তিমিরে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার বিশাল সূক্ষ্ম শক্তি হারাইয়া তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া “রব্বানা জালাম্‌না” বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হাফেজ সিরাজী (রঃ) ঐর পরিভাষায় বলিতে হয় :-

این پادشاه که پروردگار خوار خرابیات = از یوئے بهشتیش ز خود بخیر افتاد

এই অনর্থকারী শরাবকে কে পালন করিয়াছে? ইহা কি সত্য নহে, তিনি অলক্ষ্যেই বেহেশতের গন্ধ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। যদ্বারা নাছুতী প্রেরণা, স্বার্থ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুজালের আড়ালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হইতে মুক্তির জন্য ও বিশ্ব শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে “শরাহ শরীয়ত”, আইন কানুনের অপরিহার্যতা দেখা দেয় এবং খোদার বাণী প্রেরিত হয়।

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ-

তোমাদের কাছে আমার নিকট হইতে হেদায়ত ও সৎ পথে পরিচালনাকারী নীতি আসিবে। যে ব্যক্তি আমার হেদায়তের অনুসরণ করে তাহার কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তাযুক্তও হইবেনা।

পরের বাণীতে শেষ পয়গাম্বরের মুখে প্রকাশ করেন :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- (العمران ১৩ آية)

“বলুন, তোমারা যদি আল্লাহতা’য়ালার সঙ্গে ভালবাসা করিতে চাও; আমার আনুগত্য গ্রহণ কর; খোদা নিজেই তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। তোমাদের মলিনতা, পাপ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহতায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

আনুগত্যের এই কৌশল বাণীতেই কোরান ঘোষণা করে যে হাকীকতে মুহাম্মদী বা ইন্‌ছানে কামেলের আনুগত্যই খোদার আনুগত্য। খোদার অনুগ্রহ লাভের জন্য খোদা অনুরাগীর এই আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন।

না চিনিলে আনুগত্যের প্রশ্নই উঠেনা, তাই প্রথমে নিজের ও কামেল ব্যক্তির খোদা-ভেদী পরিচয় অপরিহার্য। যাহা ছাড়া অনুকরণ অনুসরণ সম্ভবই নহে এবং অনুকরণ অনুসরণ ব্যতীত শিক্ষা দীক্ষা হইতেই পারে না।

অতএব, এই হাকীকতে মুহাম্মদী (সঃ) বা মানব সত্ত্বাকে বুঝা সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে ১নং নক্সাতে একটি “গ্লোব” নক্সা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম (১) মানব সত্ত্বা কোন্‌খানে বিরাজ করে? (২) তাহা উপরিস্থিত সূক্ষ্ম জগতে কি? (৩) নিম্নে কি? (৪) কোন্‌ স্তরের প্রেরণা কি? উর্দ্ধ জগতের সহিত নিম্ন স্তরের যোগাযোগ বা সাদৃশ্য কি? (৫) খোদা, ইন্‌ছানে কামেল বা হাকীকতে মুহাম্মদী কিভাবে অবস্থিত, বৃত্ত হিসাবে কিরূপে অভিনু, যাহার ফলে মুহাম্মদ (সঃ) ঐর কণ্ঠস্বর কোরান মজিদকে খোদার বাণী, মুহাম্মদের হাতকে খোদার হাত, মোহাম্মদের কাজকে খোদার কাজ বলা শুদ্ধ এবং ইহার উপর বিশ্বাস করা কর্তব্য ও ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। আর এই ইন্‌ছানে কামেলই প্রকৃত শিক্ষাগুরু ও দিশারী। মওলানা বলেন :-

اسم هر چیزے توازدانا شنو ÷ رمز علم الاسماء شنو (مشو)

অর্থাৎ :- সৃষ্ট বস্তুর নাম ও পরিচয় জ্ঞান জ্ঞানীর নিকটেই শিখ। যেহেতু আদমকেই সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। “আল্লামা আদামাল আছমায়া কুল্লাহা” আয়াতে-কোরানীর মর্ম-রহস্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর।

اولی بود دست ان سر تدیم ÷ تا که دانا می شود اواز تعیم (حسین)

(প্রস্তুকার) মানবই আদি গুণ রহস্য। নচেৎ “রহমান, রহিম গুণান্বিত স্রষ্টার নেয়ামতাদির পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইত না। সৎ কার্যানুরাগীর পুরস্কার স্বরূপ স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য, তাহার ব্যবহার বিধি ও তদুপকার মানব জাতি দ্বারা প্রস্তুটিত হইত না। পদার্থ বা বস্তু-জ্ঞান জনিত সৃষ্টির নব আবিষ্কার, তাহার মঙ্গলদায়ীরূপ এবং বিশ্ব সমস্যার যাবতীয় সমাধান নূতন নূতন রূপে প্রকাশ পাইতনা। বরং সৃষ্টি বিপর্যয় ঘটিত, যাহা পবিত্র কোরান পাকে “বদীউচ্ছমাওয়াতে অল্ আরদ” বাণীতে বিঘোষিত। মানবের চিন্তা ধারাই তাহার উৎস দেখা যায়। যেহেতু মানব, স্রষ্টার সৃষ্টি বস্তুর নিয়ন্তারূপে বিকশিত।

প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করার পূর্বে তদাবশ্যকীয় বস্তুর সৃষ্টি করাই হিফতে “রহমানী” এবং মওজুদ বস্তুকে তদগরজ বা আবশ্যক মতে পরিচালিত করার ফলে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা ‘রহিমী’ গুণেরই বিকাশ। যেমন পানিকে যথাযথ পথে পরিচালনায় উপকার ভোগ। খনিজ পদার্থকে বিশ্ব উপকারে ব্যবহার এবং উদ্ভিদ ও পশুকে যথাযথ ব্যবহারের ফলে উপকার লাভ করা ইত্যাদি রূপ কোরানে পাকের মর্ষবাণী উপলব্ধির যোগ্যতা একমাত্র মানবেরই। তাই হজরত আল্লামা ইবনে আরবী তাঁহার লিখিত তফহীরে ছুরাফাতেহার “মগজুব” ও “দোওয়াল্লীন” শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ লিখিয়াছেন, যাহারা খোদার “রহমান” বা দয়াল নামের ভরসায় ভোগ বিলাসে মত্ত এবং দৈহিক প্রেরণায় মশগুল, আসক্ত রুহানী রহস্য হইতে গাফেল মাহরুম; তাহারা “মগজুব” বা অভিশপ্ত ইহা “ইহদীয়ত”। যাহারা খোদার সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহারের দ্বারা কাজে লাগায়না এবং সৃষ্ট বস্তুর মঙ্গলজনক উপকার ভোগ করেনা বরং গাফেল, আল্লাহতা’য়ালার দান হিসাবে স্বীকার করেনা তাহারা “দোওয়াল্লীন” বা পথভ্রষ্ট ইহা “নহরানীয়ত”। যাহারা খোদাকে সমস্ত গুণে গুণান্বিত বিশ্বাস করে তাহারাই অদ্বৈত খোদার প্রতি বিশ্বাসী ও “মোহলেম”। কাজেই এই মানব বা আদম খোদাতা’য়ালার “ফায়ালী” (১) গুণের বিকাশ এবং দৃশ্যমান নাছুত জগত তাঁহার “মুনফায়ালী” (২) গুণেরই বিকাশ। যাহার ফলে আদম (আঃ) অলক্ষ্যেই এই নাছুত জগতের দিকে

প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যেহেতু এই “মুনফায়ালী” গুণজ শক্তি দৃশ্যজগত অধির চিত্তে এক “ফায়ালী” গুণজ শক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ২ নং নস্রাতে :-

(১) উর্দ্ধ সূক্ষ্ম রুহানী মলকুতী জগতের প্রেরণা এবং নিম্নস্থূল বা দৃশ্যমান নাছুত জগতের প্রেরণা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকৃতি, রুহে-ইনছানী এবং নফ্ছে ইনছানীর প্রভাবকেন্দ্র কলবে ইনছানীতে কিভাবে প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত এবং এই প্রভাবের ফলে এই নফ্ছে ইনছানীর নাম কোন স্তরে কি? (২) এই নফ্ছে ইনছানীর প্রভাবিত কর্ম কি? (৩) ইহার অবস্থান ক্ষেত্র কোথায়? (৪) ইহার হাল প্রকৃতি কি? (৫) এই স্তরের খোদা অবতীর্ণ ধর্ম কি?

এই দুইটি নস্রার প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেই পাঠকমণ্ডলী বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ইনছানে কামেল বা হাকীকতে মুহাম্মদী (সঃ) ঐর সঙ্গে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের বদৌলতে নিকটতম ও অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান পরিদৃষ্ট হয়।

তাই গঞ্জে রাজে মছনবীতে আল্লামা আবদুর রহমান হাযেব লিখেন :-

بصورت محمد فردغ خدا ÷ تجلی چوں آمد محمد نجا
خدا را مکن از محمد جدا ÷ محمد خدا شد محمد خدا

(১) কর্মক্ষম (২) কর্মসাক্ষী।

অর্থাৎ :- (১) মুহাম্মদ (সঃ) ঐর আকৃতিতে খোদার আলো প্রজ্বলিত। যখন খোদার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইল; জড় দৃশ্য মুহাম্মদ কোথায় রহিল!

(২) খোদাকে মুহাম্মদ (সঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিওনা, এই স্তরে মুহাম্মদ (সঃ) দৃশ্য মাটি বিবর্জিত খোদার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। যেমন কয়লা দগ্ধ হওয়ায় আগুনে পরিণত হয়।

উর্দ্ধ জগত ও নিম্ন জগতের পারিপার্শ্বিকতার তারতম্য জনিত অবস্থার প্রভাবে কার্য বিশেষে বিভিন্ন নামে নফ্ছে ইনছানীর পরিচিতি পরক্ষণে দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছি। প্রথমত :- নফ্ছে ইনছানীর বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নাম। দ্বিতীয় :- স্তর অনুযায়ী কার্য কি? তৃতীয় :- স্তর অনুপাতে অবস্থান ক্ষেত্র কোথায়? চতুর্থ :- কোন্ স্তরের হাল বা প্রকৃতি কি? পঞ্চম :- কোন্ স্তরের অবতীর্ণ ধর্ম কি?

এই দুইটি নক্সা ও অবস্থামতে বুঝা যায়, ইনছানে কামেল বা হাকীকতে মুহাম্মদীর (সঃ) সঙ্গে স্রষ্টা বা খোদার নৈকট্য ও অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। বরং খোদাতায়ালাই সর্বত্র, সর্বোপরি বিদ্যমান ও বিরাজিত। সৃষ্টি ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ও কল্পিত বস্তু মাত্র। স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টি অস্তিত্বহীন এবং মিথ্যা।

মেশকাতে হককানী নামক কেতাবে দেওয়া শরীফের হজরত হাজী ওয়ারেছ আলী (রঃ) বলেন :- যখন আমি থাকিনা তখন কে থাকে?

অতএব দেখা যায় স্রষ্টা, সৃষ্টি ও নিজ সম্বন্ধে এতটুকু অবগতি প্রত্যেক নরনারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। যাহাকে এরফান বা মাযারেফাত বলে।

“মাযারেফাত” ও খোদাতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন এবং সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য, আরেফ বা খোদাতত্ত্ব জ্ঞানীর আনুগত্য ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। যাহার ফলে পীরি-মুরীদী প্রথা, ছুনতে-মোসুফা হিসাবে জারী দেখা যায়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَتَّبِعْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعِهِنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لِهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যুগের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার তাগিদে বিভিন্ন বুজুর্গানে ধীনেরা ভিন্ন ভিন্ন তরীকা ও সফলতার পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহাতে (১) অজিফা (২) দরুদ (৩) তেলাওয়াতে কোরান (৪) তেলাওয়াতে অজুদ (৫) আল্লাহতায়ালা নামাবলীর স্মরণার্থে “জলী” “খফী” জিকির (৬) ফিকির (৭) সংযম (৮) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি, অনন্ত পন্থার সন্ধান দিতে দেখা যায়। কোরআনের আয়াত :-

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا

ইহার সাক্ষী বহন করে।

অতএব উপরোল্লিখিত মতে, সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকানুযায়ী বেলায়তের অনুসারীদের জন্য (১) **نِيَمَت** বা আনুগত্যের দস্তুর (২) জিকিরের নিয়ম (৩) ধ্যান ধারণার নিয়মাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) প্রথমে পীর মুরীদকে তায়াউজ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে নিরাপত্তা প্রার্থী যেহেতু সে নিজকে বেশী কিছু মনে করায় অপদস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

২। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করাইবে।

অর্থ :- আমি দয়ালু দাতা আল্লাহপাকের নামে আরম্ভ করিতেছি।

৩। দরুদ শরীফ :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

৪। ইহার পর বলিবে

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

অর্থ :- আমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী, এবং তাঁহার অবতীর্ণ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল।

৫।
أَمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ
رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ :- আল্লাহতায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতিও বিশ্বাসী এবং তাঁহার ইচ্ছাকৃতভাবে যাহা কিছু নিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন তাহার প্রতিও প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

৬। সমস্ত বাতেল ধর্ম-বিধান ও অন্যায্য পাপকার্য হইতে বিরতি ঘোষণা করিতেছি।

وَتَرَكْتُ مِنْ جَمِيعِ الْأَذْيَانِ وَالْعَصْيَانِ وَأَسْلَمْتُ الْآنَ وَأَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بِوَأَسْطَةِ خُلَفَائِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ بِسِلْسِلَةِ حَضْرَتِ مَجْدِدِ دَهْرِهِ غَوْثِ يَاكُ بَهْنَدَا أَرَى قَدَسَ سِرِّهِ الْعَزِيزِ عَلَى أَنْ لَا أَشْرِكَ وَلَا أَسْرِقُ وَلَا أَرْبِي وَلَا أَتَى بِيَهْتَانٍ أَفْتَرَبِهِ بَيْنَ يَدَيَّ وَلَا أَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَأَسْطَةِ خُلَفَائِهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحُجِّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ :- আমি এই মুহূর্তে স্বীকার করিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করিলাম। সর্ববাস্তবকরণে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে,

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার অনুগত রসূল হন।

(৭) আমি আমার ধর্মীয় এখতেয়ার বা ইচ্ছা শক্তিকে খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট তাঁহার অনুগামী খলিফা বা প্রতিনিধিগণের মধ্যস্থতায় কাদেरीয়া তরীকাতে, ঐ তরীকার যুগ সংস্কারক মোজাদ্দের হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর প্রদর্শিত মতে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি। এবং স্বীকার করিতেছি আমি (১) শিরিক করিব না। (২) চুরি করিব না। (৩) জেনা বা বলাৎকার করিব না। (৪) সৃষ্টি করা কোন মিথ্যা প্ররোচনায় লিপ্ত হইব না। (৫) এবং সৎকার্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

(৮) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট তাঁহার আছহাব ও খলিফাগণের মধ্যস্থতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি। (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। (২) নামাজ কায়েম রাখিব। (৩) রমজান মাসে রোজা রাখিব। (৪) আল্লাহতায়ালার যোগ্যতা দান করিলে জাকাত আদায় করিব। (৫) সমর্থ হইলে হজ্জ করিব।

(৯) তৎপর মুরীদকে কলেমায়ে “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ” চার জর্বি অর্থাৎ লতিফায়ে নাফ্ছ হইতে উখিত করিয়া লতিফায়ে আখ্ফাতে শ্বাস বন্ধ অবস্থায় লতিফায়ে কলবে ছাড়িয়া জরব করা শিক্ষা দিবে।

অর্থাৎ :- এই চারি লতিফা যথা :- (১) লতিফায়ে নফ্ছ যাহা নাভিমূলে অবস্থিত, তাহা হইতে “لا” শব্দ উখিত করিয়া (২) লতিফায়ে “ক্বহ” যাহা বক্ষের ডান পাশে স্পর্শ করিয়া (৩) লতিফায়ে “আখ্ফা” উম্মে দেমাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত “لا” শব্দ নিশ্বাসের প্রভাবে টানিয়া শ্বাস বন্ধ ক্রমে (৪) লতিফায়ে “কলব” যাহা বক্ষের বাম পার্শ্বে, হৃৎপিণ্ডে ধ্যানপূর্বক নিশ্বাসের জোরে সশব্দে বার বার ضَرَبَ বা আঘাত করিবে। যেন ঐ হৃৎপিণ্ড বা কলব আল্লাহ নামের সংঘাতে গরম হইয়া উঠে। যেমন হাতের উপর হাত ঘর্ষণে গরম হয়। যদ্বারা মানব দিল বা কলব হইতে অন্য ধ্যান ধারণা দূরীভূত

হইয়া, আল্লাহর প্রেমজ ভাব ধারাতে সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন হইয়া উঠে। এইভাবে ১০ দশবার কিংবা ১০০ একশত বার জিকির করার পর একটু দম নিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

এবং লতিফাগুলি জিকির রত ও সজাগ আছে কিনা? ধ্যান করিবে। যদি ধ্যানে বুঝিতে বা গুনিতে সক্ষম হও; তখন মনে মনে বলিবে :- (১) আমি অন্য কোন বস্তু ছাড়া একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভালবাসি। (২) আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুই আমার কাম্য নয়। (৩) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মওজুদ ও সর্ব্বত্তরে বিরাজমান। নিজ ও পর অস্তিত্ব বিলুপ্তি পূর্বক একমাত্র খোদার অস্তিত্বকে বিদ্যমান বোধ জাগ্রত করতঃ দৃশ্যে অদৃশ্যে, গুপ্তে ও ব্যক্তে ভিতরে ও বাহিরে তিনিই মওজুদ ও বিরাজিত মনে করিবে।

উক্ত চারি লতিফা জাগ্রত হওয়ার পর এই খোদা পথচারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া অপর দুই লতিফা “ছির” ও “খেফা” যাহা বক্ষ স্থল ও আখ্ফাকে বুঝায়; লতিফায়ে নফ্ছের সহিত সংযুক্ত করিবে। যথা :- এই জিকিরের শেষোক্ত আল্লাহ শব্দকে নাভিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যানে (১) سَمِيعٌ আল্লাহ শুনে, বক্ষ স্থলে লতিফায়ে “ছির” পর্যন্ত (২) بَصِيرٌ আল্লাহ সব কিছু দেখেন বক্ষ স্থল হইতে দেমাগস্থ লতিফায়ে আখ্ফাতক (৩) عَلِيمٌ আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন। লতিফায়ে আখ্ফা হইতে আর্শ তক্ উরুজ করতঃ ধ্যান করার পর পুনঃ নিম্নমুখী নুজুল পূর্বক ধ্যানে জিকির করিবে। بِي يَحْمَدُ

(আমার জানাতে জানে) খেয়াল করিয়া আর্শ হইতে লতিফায়ে আখ্ফা বা দেমাগ তক্ নুজুল করিবে। بِي يَبْصُرُ (আমার দেখাতে দেখে) দেমাগ হইতে বক্ষ স্থলে “ছির” লতিফাতক্ بِي يَسْمَعُ (আমার শুনাতে শুনে) লতিফায়ে “ছির” হইতে নাভিমূলে “নফ্ছ” পর্যন্ত জিকিরে খফি বা ধ্যান করিবে। এই ভাবে উত্থান পতনের দস্তুর মত আল্লাহ ছমীউন, আল্লাহ বহীরুন, আল্লাহ আলীমুন।

اللَّهُ سَمِيعٌ اللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ

উত্থানের সময় এবং নুজুল বা অবতরণের সময় আমার জানা তাঁহার জানা; আমার দেখা তাঁহার দেখা; আমার শুনা তাঁহার শুনা ধ্যান মূলে কল্বী জিকির করিতে থাকিবে। ভাব-ধ্যান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল হু ھُو ھ শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবে না। উত্থান পতনের সহিত এভাবে জিকির করিতে থাকিবে! হাল্ জজ্বা মহাবিষয় বিভোর-চিন্তা রূপে নিজ হস্তীকে খোদার হস্তীতে বিলীন এবং নিজ খোদীকে খোদা তায়ালায় বিদ্যমানতায় অনুভব করিবে। ফলে বান্দার দ্বিত্ব বিলীন বুঝিবে। সুতরাং হাদীছের মর্ম মতে “তবররুবে” নাওয়াফেল দরজা দেখা দিবে।

حديث لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبه كنت سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِهِ وَبَدَنَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلَهُ الَّذِي يَسْعَى بِهِ بِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ وَبِي يَنْطَلِقُ وَبِي يَعْقِلُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي (الحديث)

অর্থ :- বন্দা যখন অতিরিক্ত সৎকার্য দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে, তাহার কর্ণ, চক্ষু, জবান, হাত ও পা আমার হইয়া যায়। তখন সে আমার দ্বারা শুনে, আমার দ্বারা দেখে ও কথা বলে এবং আমার দ্বারাই জ্ঞান দান ও অর্জন করে; আমার হাত দিয়া ধরে এবং আমার পায়ে চলাফেরা করে। অর্থাৎ এই স্তরে বন্দার অস্তিত্ব বিনাশিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্বই বিদ্যমান।

বিশ্বে খোদা অনুসারীদের বিভিন্ন পদ্ধতির বৈষম্য দেখা গেলেও সকল ধর্মের আধ্যাত্মিক ধর্ম মত এইখানে অভিন্ন। সকলেই স্বীকার করে, মানবতার মানবীয় দুর্বলতা-রিপুর আড়াল বিমুক্ত হইলে সেই মানব খোদার বিকাশ স্থলে পরিণত হয়। তখন খোদাকে তাহা হইতে এবং তাহাকে খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তাঁহার কাজ খোদার কাজ তাই তাঁহাকে ইনছানে কামেল বা পূর্ণতা অর্জিত মানব বলা হয়। যেমন পানি ও চিনির সংমিশ্রণে সরবত তৈয়ার হয়, এই স্থলে চিনি দৈহিক লুপ্ত হইলেও গুণজ ব্যক্ত।

তদ্রূপ কয়লায় যখন আগুন ব্যক্ত ও কার্যকরী হয় কয়লার স্বরূপ লুপ্ত হইয়া আগুন বলিয়াই দাবী করে, যদিও অবয়ব থাকে।

এই স্তরেও মানবের তমঃ চরিত্র গুণ বিলুপ্তির ফলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ খোদার গুণে গুণান্বিত, রূপে রূপায়িত এবং ঐ শক্তিতে শক্তিমান দেখা যায়।

ফলে এই ইন্থানে কামেল জ্বলন্ত কয়লার মত অপর ব্যক্তিকে দাহন পূর্বক তাহার চরিত্র মলিনতা দূর করতঃ নিজের মত খোদায়ী জ্যোতিতে উজ্জ্বল করিতে সমর্থ। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে ফয়জ বরকত ও তহররোফ বলে।

এতদ্বাড়া এই তজকীয়া বা শুদ্ধি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বুজুর্গানের বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি দেখা গেলেও “হেজাবে জোল্মানী” বা দৈহিক চারিত্রিক আঁধার বা আড়াল বিদুরিত করার ব্যাপারে সকলই একমত।

ভিন্ন পন্থা যথা :- (১) তাছাওয়ায়ে শায়খ অর্থাৎ ফানী ফিল্লাহ, বাকী বিল্লাহ, ছায়রে মায়াল্লাহর অধিকারী পীরে কামেলের চেহারা বা মুখমণ্ডল ধ্যান করা ও জ্ঞান জ্যোতিঃ আহরী দিল্ সৃষ্টি করা। (২) ছালেক নিজ মুখমণ্ডলে আরবী **الله** শব্দের প্রতিচ্ছবি মনে করতঃ খোদাতায়ালা নুরানী জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়, তাঁহার রূপে রূপায়িত গুণে গুণান্বিত ধ্যানে, তেলাওয়াতে অজুদ করা।

মোখালেফাতে নফ্ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু পন্থা দেখা গেলেও সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা মতে যাহা ঝামিলা মুক্ত ও নিরাপদ, সর্বজন উপযোগী, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। অবশ্য পীরে কামেল, মুরীদের অবস্থানুসারে জিকিরে “ফরোয়ী” অর্থাৎ শাখা বা ধ্যানমূলক জিকির যথা উল্লেখিত মতে হমীউন, বহীরুন, আলীমুন পরে ছালেক বা মুরীদের অবস্থাদৃষ্টে ইছমে আজম মুরব্বী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছালেক বা পথচারীর যদি স্বপ্নে, এলহামে জিকিরের সময় বেএখতেয়ারী খোদার অন্য কোন গুণজ নাম জারি হয় অথবা ধ্যানে জাগ্রত হয় যেমন :- **الله معي** আল্লাহ আমার সঙ্গে “আল্লাহ হাজেরী”, “নাজেরী”, কোন অসুবিধা নাই এবং ফল ভাল বুঝিলে মানা নাই।

এতদ্ব্যতীত কাদেরীয়া তরীকানুযায়ী সপ্ত প্রকার নফ্ছে ইন্থানীর বা মানব সত্ত্বা ও প্রবৃত্তির বিভিন্ন স্তরে নাম, অবতীর্ণ ধর্ম, অবস্থান ক্ষেত্র, প্রকৃতি বা স্বভাব, মুক্তির জিকির ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহাতে পাঠক, নফ্ছের অবস্থানুযায়ী নিজ স্থিতি কোথায় বুঝিতে ও সহজে মুক্তির উপায় উপলব্ধি করিতে পারে।

এই জিকির সমূহ পীরের নির্দেশিত নির্দিষ্ট সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার বা ষাট হাজার বার আদায় করার পর, ছালেক খতমে জিকির, খোদাতায়ালা নিকট “মকবুল” বা গৃহীত হওয়ার জন্য ঐ নিয়তে চারি রাকাত নফল নামাজ আদায় করা আবশ্যিক এবং প্রত্যেক রাকাতাতে তিনবার ছুরা এখলাছ ও দশবার দরুদ শরীফ পড়িবে।

ছালাম ফিরাইয়া কান্নাজারী পূর্বক খোদাওন্দ করিমের নিকট বলিবে :- “হে বারে খোদা! এই খতমে জিকিরের বরকতে আমার নফ্ছে আশ্কারা ও লাওয়ামাকে আমার অনুগত করে দাও।” ঐ নফ্ছের কু-স্বভাব দূর করতঃ আমার কলবকে তোমার ঈমানের নূরে প্রজ্বলিত করে দাও। বতোফায়েলে আমার পীরে তরীকত। নিজের পীরের নাম উল্লেখ করিয়া সেই ছিলছিলার সমস্ত বুজুর্গানের নাম পর্যায়ক্রমে নবী করিম (সঃ) পর্যন্ত উল্লেখ করিবে। তাঁহাদের রুহমোবারকের ফয়জ, বরকত, হাল জজ্বার হিচ্ছা কামনা করিয়া নিজের কলব ছাফাই বা শুদ্ধি কামনা করিবে ও ধ্যান রাখিবে। যাহা “আশ্কারা” ধ্যান পদ্ধতিতে লিখা আছে। ১নং/২নং নিয়ম দ্রষ্টব্য। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন মকামে ঐস্থানে উল্লেখিত মতে ধ্যান করিবে।

এই তরিকার ছিলছিলাতে ফতুর না আসে মত কেহ যদি পীরে তাফাইয়োজের নাম উল্লেখ করে তাহা দোয়ার জন্য পারা যায়। শজরাতে মাত্র পীরে বায়াত অর্থাৎ পীরে তরীকতের নামই থাকিতে হইবে।

১। এলাহী বেহোরমতে সোলতানুল মাহবুবীন, ইমামুল কামেলীন, ছাহেবে আছরারে অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক (মঃ জিঃ আঃ)

- ২। এলাহী বেহোরমতে সোলতানুল মোকাররেবীন কুতুবে আলম, অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ)
- ৩। এলাহী বেহোরমতে মতলুবুত্তালেবীন, জুবদাতুল আরেফীন ছোলতানুল মোকাররেবীন, কুতুবুচ্ছমাওয়াতে অল্ আরদীন, নুরুল আলম, গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। দামা ফয়জাহু।
- ৪। এলাহী বেহোরমতে হাজীউল হারমাইন শাহ্ ছুফী সৈয়দ মুহাম্মদ ছালেহ লাহরী কাদাছা ছিররাহু।
- ৫। এলাহী বেহোরমতে হাজী শাহ্ ছুফী লকিতুল্লাহ (কঃ)
- ৬। এলাহী বেহোরমতে হজরত হাদীয়ে আশেকীন শাহ্ ছুফী আহমদ উল্লাহ (কঃ)
- ৭। এলাহী বেহোরমতে ছাহেবে তায়াজীম ও তাকরীম মোতাওয়াক্কেল আলাল হাইউল কাইয়ুম শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ দায়েম (কঃ)
- ৮। এলাহী বেহোরমতে কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা মুহাম্মদ মোনায়েম (কঃ)
- ৯। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী খলিলুদ্দীন (কঃ)
- ১০। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ জাফর হোসাইনী (কঃ)
- ১১। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহলুল্লাহ (কঃ)
- ১২। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী নেজামুদ্দীন কাদেরী (কঃ)
- ১৩। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী তকীউদ্দীন কাদেরী (কঃ)
- ১৪। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ নাছীরউদ্দীন (কঃ)
- ১৫। এলাহী বেহোরমতে হযরত শাহ্ ছুফী মাহমুদ কাদেরী (কঃ)
- ১৬। এলাহী বেহোরমতে হযরত শাহ্ ছুফী ফজলুল্লাহ (কঃ)
- ১৭। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী কুতুবুদ্দীন রওশন জমীর (কঃ)

- ১৮। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী নজমুদ্দীন গজনবী (কঃ)
- ১৯। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ মোবারক গজনবী (কঃ)
- ২০। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহ্ ছুফী নেজামউদ্দীন গজনবী (কঃ)
- ২১। এলাহী বেহোরমতে হজরত শাহাবুদ্দীন ছরওয়াদী (কঃ)
- ২২। এলাহী বেহোরমতে হজরত শায়খ কুতুবুল আলম গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী সৈয়দ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী আলহাছানী ওয়াল হোছাইনী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
- ২৩। এলাহী বেহোরমতে হজরত শায়খ ইবনে মোবারক আবু সৈয়দ মখ্‌জুমী (কঃ)
- ২৪। এলাহী বেহোরমতে হজরত মওলানা আবুল হাছান কোরাইশী (কঃ)
- ২৫। এলাহী বেহোরমতে হজরত আবুল ফারাহ তারতুছী (কঃ)
- ২৬। এলাহী বেহোরমতে হজরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (কঃ)
- ২৭। এলাহী বেহোরমতে হজরত শায়খ আবদুল আজিজ তমিমী (কঃ)
- ২৮। এলাহী বেহোরমতে হজরত আবু বকর শিবলী (কঃ)
- ২৯। এলাহী বেহোরমতে হজরত জোনায়েদ বগদাদী (কঃ)
- ৩০। এলাহী বেহোরমতে হজরত শায়খ ছিররে ছক্‌তী (কঃ)
- ৩১। এলাহী বেহোরমতে হজরত শায়খ মারুফে কুরখী (কঃ)
- ৩২। এলাহী বেহোরমতে হজরত এমাম আলী ইবনে মুসা রজা (কঃ)
- ৩৩। এলাহী বেহোরমতে হজরত এমাম মুসা কাজেম (কঃ)
- ৩৪। এলাহী বেহোরমতে হজরত এমাম জাফর ছাদেক (কঃ)
- ৩৫। এলাহী বেহোরমতে হজরত এমাম মুহাম্মদ বাকের (কঃ)
- ৩৬। এলাহী বেহোরমতে হজরত সৈয়দ জায়নুল আবেদীন (কঃ)

৩৭। এলাহী বেহোরমতে সৈয়দুশ শোহাদায়া হজরত এমাম হোসাইন রাজিয়ালাহু তায়াল্লা আনুহ।

৩৮। এলাহী বেহোরমতে আছাদিল্লাহিল গালেব্ আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবি তালেব কররমাল্লাহু অজহাহ।

৩৯। এলাহী বেহোরমতে সৈয়দুল আশিয়া অল্ আওলীয়া শফিউল মোজ্‌নেবীন খাতেমুন্ নবীঈন রাহমাতুল লিল্ আলামীন হজরত আহমদে মোজ্‌তাবা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

আল্লাহুস্বামগ্ ফির জুনুবনা, ওয়াছতুর উয়ুবনা ও নবীর কুলুবেনা বেনুরে হেদায়তেকা ওয়া মায়ারফতেকা ওয়া ছাব্বীত্ আক্‌দামনা আলা ছেরাতেকাল্ মোস্তাকীম ছেরাতাল্লাজীনা আনুআমতা আলাইহিম গায়রিল মগজুবে আলাইহিম অলাদোয়াল্লীন। আমীন, আমীন, এয়া রাব্বাল আলামীন। তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনুতাছমীউল্ আলীম। আস্তা আলীমুন, ছমিউন্ বছীরুন্ এয়া আল্লাহ এয়া আল্লাহ এয়াহু এয়াহু লায়ছা গায়রকা এয়াহু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নফ্‌ছে ইন্‌হানী বা মানবীয় সত্ত্বার সাত প্রকার সজাগ প্রকৃতির বর্ণনা

১ম آية আমরা বা প্ররোচনা দানকারী :-

(ক) ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম শরীয়ত অর্থাৎ নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত আদেশ নিষেধ মূলক “এবাদাতে মোতনাফিয়া” বা পাপকার্য বিরতকারী এবাদত। এবং পরস্পর সম্পর্ক জনিত স্বার্থের বিধি ব্যবস্থা মূলক “মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া”

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র :- নাছুত বা দৃশ্য জগত।

(গ) প্রেরণা :- পানাহার, ফুর্তি ও সহবাস করা।

(ঘ) স্বভাব :- হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা, কৃত্রিমতা, ক্রোধ ইত্যাদি।

(ঙ) মুক্তির জিকির :- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।

অর্থাৎ :- আল্লাহতায়াল্লা ব্যতীত কিছু কাম্য নয়। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ সর্বত্র, তিনি ছাড়া কিছু নাই। জিকির সংখ্যা :- পীরের নির্দেশ মত পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত। ধ্যান :- (১) আমার দৃশ্য বস্তুকে তোমাতে তোমার শক্তিতে ডুবাইয়া দাও। “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (২) আমার অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে তোমার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত কর। “আল্লাহুমা” তোমাতে তোমার দৃশ্যে তোমার কাজ ছাড়া অন্য কিছু নাবুঝি না দেখি; যাহা দেখি যাহা বুঝি যেন তোমারই কাজ, তোমারই গুণ গরিমা, তোমার অস্তিত্বই সত্য। (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

তোমাকেই হাজার নাজের দেখিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে। যাহাতে ‘ফানা আনিল খাক্ক’ হাছিল হয় এবং ফানা আনিল্ হাওয়া ফানা আনিল্ এরাদা আয়ত্ব হয়। এই ত্রিবিধ ফানার পর দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়।

২য় লওয়ামা :- لَوَامَةٌ

যাহাকে “মালামত” বা অনুতাপকারী প্রকৃতি বলা হয়। ইহার জন্য খোদা

অবতীর্ণ ধর্ম তরীকত। অর্থাৎ নিজ দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা হইতে মুক্তি পাওয়ার মানসে তেলাওয়াতে অজুদ বা দেহ তত্ত্ব পাঠ।

(ক) অবস্থান ক্ষেত্র :- কলব বা অন্তঃকরণ আলমে বরজখ বা মধ্যবর্তী স্থান।

(খ) প্রেরণা :- মোহাব্বত বা এক্ষ, প্রেম ও ভালবাসা।

(গ) স্বভাব :- দোষের জন্য অনুতাপ করা এবং নির্দোষ জনিত খোদাতায়ালার অনুগ্রহ উন্মুখ বিনয়।

(ঘ) মুক্তির জিকির :- আল্লাহ **اَللّٰهُ** পীরের নির্দেশানুসারে আটাতুর হাজার পর্যন্ত। অবস্থানুযায়ী উরুজ, নুজুল **عُرُوجٌ نُّزُولٌ**

অর্থাৎ নাভিমূলে মোকামে নফ্ছ হইতে **سَمِيعٌ** (খোদা শুনে) ধ্যান করতঃ উর্দ্ধাভিমুখে মকামে ছির **سَوِيْرٌ** বক্ষস্থল তক। **بَصِيْرٌ**

বছীরুন শব্দ বক্ষস্থল হইতে **اَخْيَ اَم دِمَاعٌ** ব্রক্ষতালু বা আখ্ফা **اَخْيَ**

পর্যন্ত এবং আলীমুন **عَلِيْمٌ** (আল্লাহ সর্ব জ্ঞাত) আল্লাহ সর্বজ্ঞ খোদা জ্ঞাত ভাবধারা আর্শতক্ উথিত করিয়া পরক্ষণেই নুজুল **نُّزُولٌ** বা নিম্নমুখী অবতরণ করিবে। এবং ধ্যান করিবে :-

(১) আলীমুনবি **عَلَيْمٌ بِيْ** আমার জানাতে জানে।

(২) বছীরুনবি **بَصِيْرٌ بِيْ** আমার দেখাতে দেখে।

(৩) ছমীউনবি **سَمِيعٌ بِيْ** আমার শুনাতে শুনে।

اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِيْ بِيْ يَبْصِرُ - بِيْ يَسْمَعُ

উর্দ্ধে ও নিম্নে গতি পরিবর্তন সহকারে বার বার জিকির করিতে থাকিবে। যতক্ষণ নিজের মধ্যে বে-খুদী বা তন্ময় ভাব না আসে। পুনঃ উর্দ্ধগামী হইতে বলিবে **اَللّٰهُ سَمِيعٌ - بَصِيْرٌ - عَلِيْمٌ** এইরূপে বার বার জিকির করিতে থাকিবে, যাহার ফল স্বরূপ তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইবে।

৩য় মোলহেমা :- **مَلِهْمَه**

যাহাকে খোদার অনুগ্রহে **اَلْهَام** “এলহাম” খোদার বাণী, **اَلْقَاد** “এল্কা” অন্তর-সংকেত সম্পর্ক বলা যায়। এই স্তরের লোকদের সঙ্গে খোদার তাকারুব **تَقَرُّبٌ** বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা দেয়। ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম

মাযারেফাত **مَعْرِفَت** বা খোদা পরিচিতি।

(ক) অবস্থান ক্ষেত্র :- আলমে রুহ **رُوح** বা আত্মা জগত।

(খ) প্রেরণা :- **اِهْلَاج** “এহলাজ” অর্থাৎ বান্ধার দুন্ধ স্পৃহা সদৃশ্য আরজু বা উৎসাহ।

(গ) স্বভাব :- **عَشَقٌ** “এশক” অর্থাৎ কামনাশূন্য প্রেম। তৎপর খোদা তায়ালার অনুগ্রহে ছালেক বা খোদা পথচারীর জন্য মানব সত্ত্বার চতুর্থ স্তর বা দরজা আরম্ভ হইবে। যাহাকে “মোতমাইন্যা” বা সন্তোষ বলে।

এই তৃতীয় স্তরের জিকির **هُوَ** “হু” শব্দ। পীরের আদেশানুসারে সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার বার। এই “হু” **هُوَ** শব্দের জিকির করার সময় “এয়ামন হু লা এলাহা ইল্লাহু” হু হু হু এর প্রতি (**تَوَجُّهٌ**) ধ্যান করিবে। হে আমার উপাস্য (এলাহী) আমার অভ্যন্তরকে সত্যিকার তোমার অবয়বতার রহস্যে পূর্ণ কর এবং আমার আমিত্বকে বিনাশ কর। যাহাতে তোমার উচ্চ মার্গের সন্ধান লাভে সমর্থ হই। তোমার তুল্য কিছুই নাই, তোমা ছাড়া কিছুই দেখি না বুঝি না। তুমি ছাড়া আর কিছুই নাই। হে অস্তিত্বের অস্তিত্ব। হে আল্লাহ এয়াহ! **هُوَ**

আমার ভিতরে, বাহিরে, ব্যক্তে **ظَاهِرٌ** অব্যক্তে **بَاطِنٌ** তুমি ছাড়া কিছুই নাই, আমি তোমাতে, তুমি আমাতে **هُوَ هُوَ هُوَ**।

এই তৃতীয় স্তর এবং উপরোক্ত দুই স্তর জিকিরে “জলী” বা “খফী” সশব্দে বা নিঃশব্দে জবানে বা দিলে জিকির করার নিয়ম প্রচলিত আছে। জিকিরের নিয়ম দস্তুরে, বিভিন্ন তরীকার বুজুর্গানের বিভিন্ন মতামত প্রচলিত থাকিলেও যাহারা “নূরে বছীতের” ধ্যান এবং কলব্কে বরজখ করিয়া কাজ করে তাহাদের জন্য কাদেরীয়া তরীকা মতে ফানায়ে নফ্ছ হাছেলের জন্য ইহাই সর্বসম্মত তরীকা বা জিকির পদ্ধতি।

যাহারা হক্কিয়তে মুহাম্মদীতে পীরে কামেলের জাতে বা নিজ মুখ মণ্ডলে আল্লাহর নুর প্রজ্জ্বলিত দেখেন বা বুঝেন ও ধ্যান করেন তাহাদের জন্য ফিকির **فِكْر** বা ধ্যানই প্রকৃষ্ট পন্থা। যেহেতু উছল ইলাল্লাহ **(وَصُولُ اِلَى اللّٰهِ)** বা খোদার দিকে গতিশীল হওয়ার পন্থা দুইটি; (১) জিকির (২) ফিকির যদিও মোখালেফাতে নফ্ছ বা

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি বহু নিয়ম পদ্ধতি বিদ্যমান দেখা যায়। যাহার ফলে ছালেক বা খোদা পথচারীর কামনা, বাসনা, গাফলত প্রভৃতি নফ্‌ছ প্রকৃতি বিদূরিত হইয়া খোদা প্রকৃতি খোদার গুণে গুণান্বিত ও স্বভাবে স্বাভাবিত ও ঐ রূপে রঞ্জিত দেখা যায়। যাহাতে বুঝা যায় ইহারা আলেম বিল্লাহ বিধায় খোদা পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। যাহা নরনারী সকলের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

এই স্থানে তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা দূরত্ব বোধ নাই বরং সকলেই এক স্থানের যাত্রী এবং একই স্থানে সম্মিলিত দেখা যায়। যাহাকে “খতিরাতুল কুদছ” বা পবিত্র প্রেরণা বলা হয়।

এই কারণে ছুফিয়ায়ে কেরামগণ আলেমকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :-

(১) “আলেম বিল্লাহ লা বেআমরিল্লাহ” অর্থাৎ খোদা পরিচয় জ্ঞানী বটে খোদার হুকুমের খবর রাখেন না। বরং খোদা-প্রেম বিভোর। (২) “আলেম বে-আমরিল্লাহ লা বিল্লাহ” অর্থাৎ খোদার হুকুমের খবর রাখেন বটে কিন্তু খোদার পরিচয় জ্ঞান শূন্য। (৩) “আলেম বিল্লাহ অ-বে-আমরিল্লাহ” অর্থাৎ খোদার পরিচয় জ্ঞানও রাখেন এবং হুকুমের খবরও রাখেন। তাহারা ই শ্রেষ্ঠ আওলীয়া। যাহারা শুধু হুকুমের খবরই রাখেন খোদার পরিচয় জ্ঞান নাই; তাহারা আহলুল্লাদের মধ্যে গণ্য নয়। যেহেতু তাহারা নিজকে ও খোদাকে না চিনার ফলে “জলুম” অর্থাৎ মানবতা বা নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং হাকীকতে মুহাম্মদীর পরিচয়ের অভাবে তাহারা “জহল” বা খোদা পরিচয় জ্ঞানহীন এবং রূহানীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ। কাজেই তাহারা খোদার আমানত বা দায়িত্ব মুক্ত নহে বরং দায়ী।

৪। চতুর্থ নফ্‌ছে মোতমাইন্যা :- **مطمئنة**

অর্থাৎ যেই মানব সত্ত্বা বা প্রকৃতি মানুষকে সন্তোষ “এত্মিনান” একাগ্রচিত্ত বা মোরাকেবা অবস্থা আনায়ন করে। ইহার অবতীর্ণ ধর্ম :- “হাকীকত” অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয়, যাহাতে নিজ পরিচয় হাছেল হয়। এই স্তরে হাকীকতে মুহাম্মদী **حَقِيقَتِ مُحَمَّدِي** মুহাম্মদী স্বরূপ বিকাশ পায়।

(ক) অবস্থানক্ষেত্র :- **سر** ছির বা রহস্য স্থল।

(খ) প্রেরণা :- **(وصله)** ওয়াছলতা বা মিলন।

(গ) এই স্তরের জিকির :- **يَا حَيُّ** এয়া হাইয়ো অর্থাৎ হে চিরজীবী, পীরের

নির্দেশ মত বিশ হাজার বার।

(ঘ) ধ্যান ধারণা :- ওহে জীবিত! হে পবিত্র চিরজীবী। আমার জীবন পবিত্র যাপন কর। তোমার ভালবাসা দান কর।

يَا حَيُّ হে চিরজীবী বারে-খোদা! আমার রুহ বা আত্মাকে তোমার সঙ্গে জীবিত কর। যাহাই চিরজীবন। আমার রহস্যকে তোমার রহস্যে স্থিতিশীল কর। আমার কলব বা অনুকরণকে তোমার তত্ত্বে পরিচিত কর। আমার জবানকে তোমার এলমে লদুনির দ্বারা বাক্যশীল কর। ওহে জীবিত **يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ**

৫। পঞ্চম রাজিয়া :- **راضيه** বা তুষ্টিত।

অর্থাৎ :- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট, নিজের ইচ্ছাধীন কোন প্রকার তুষ্টি না থাকা।

(ক) খোদার অবতীর্ণ ধর্ম :- পূর্ণ মায়ারেফাত;

অর্থাৎ প্রকৃত মায়ারেফাত যাহাকে হুয়াল্লাহ বলে।

(খ) অবগতি জগত :- মকামে লাহুত **لاهورت** বা অসীম দর্শন।

(গ) অবস্থান ক্ষেত্র :- **سِرِّ السِّرِّ** “ছিররুছির” অর্থাৎ রহস্যের রহস্য।

(ঘ) প্রেরণা :- **غِنَا** গেনা বা নিশ্চিন্ততা।

(ঙ) জিকির :- এই স্তরের জিকির **واحد** “ওয়াহেদু” অর্থাৎ এক বা অদ্বৈত দর্শন। পীরের হুকুম মত ত্রিশ হাজার বার তেলাওয়াত করা।

(চ) **يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ** হে বারে খোদা! তুমি অভিন্ন। তোমার ওয়াহদানীয়তের নুর বা জ্যোতিতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ এলাহী তুমি তোমার উলুহিয়াত বা উপাস্যতার স্তরে বিদ্যমান **يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ يَا وَاحِدَ**

৬। ষষ্ঠ মর্জিয়া :- **مَرْضِيَّة**

অর্থাৎ খোদা, যেই নফ্‌ছ বা প্রকৃতির প্রতি সন্তুষ্ট।

(ক) অবতীর্ণ ধর্ম :- হাকীকতে শরীয়ত অর্থাৎ শরীয়ত রহস্য।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র :- **حَيَات** হায়রত ও **خفا** বা সংস্কার মুক্ত। ছায়রে আলমে শাহাদত বা যথাযথ জ্ঞান।

(গ) প্রেরণা :- একমাত্র খোদায়ী প্রেরণা।

এই স্তরে জিকির নাই **يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ** চল্লিশ হাজার বার ধ্যান করা।
হে প্রিয়! আমাকে তোমার অনুগত কর। তোমার সম্মানে সম্মানিত কর। দানশীল কর
يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

৭। সপ্তম কামেলা :- **كاملة**

অর্থাৎ পূর্ণ মানবতা আয়ত্ত্বকারী প্রকৃতি।

(ক) অবতীর্ণ ধর্ম :- উপরে বর্ণিত সমস্ত অবস্থা।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র :- “আখ্ফা” বা সুক্ষ্ম তথ্য জগত। বহুতে একের দর্শন বা মাকামে ওয়াহদত।

(গ) হাল, অবস্থা :- বাকা বিল্লাহ, ছায়রে মায়াল্লাহ, খোদার গুণে গুণান্বিত পূর্ণতা বিকাশ।

(ঘ) জিকির :- এই স্তরের জিকির বা স্মরণ **وَدُودٌ** শব্দ দশ হাজার বার।

(ঙ) ধ্যান :- দুষ্ক দান স্নেহের উদ্বেগই এই স্তরের ধ্যান এবং বিশ্বদরদীভাব ও উৎস।

**وَأَجْعَلْ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَارِفِينَ مَوَدَّةَ إِلَهِي أَكْفَيْتِي شَرًّا مِنْ كَفَيْتِي
وَكَفَايَتِي بِبَيْدِكَ يَا وَدُودٌ يَا وَدُودٌ**

যাহাতে বিশ্বাসী বিশ্ববাসীর দিকে প্রত্যাভর্তন বুঝা যায়। উপরে বর্ণিত “শজরা”
সহ মোনাজাত করিবে।

তজকীয়ায়ে নফছের জন্য উল্লেখিত সপ্ত পদ্ধতি জিকির ফিকির ছাড়া, মোখালেফাতে নফছ
বা নফছে ইনছানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া রুহে ইনছানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য, হজরত
গাউছুল আজম মাইজ ভাগুরী (কঃ) সর্বসাধারণের উপকারার্থে, নির্বিন্ম ও সহজসাধ্য
উপায় হিসাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠা যে উচ্চুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতিকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন;
যাহা সকল তরীকত পন্থীর নিকট আদৃত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাও এই স্থানে
প্রকাশ করিলাম। যাহার বিস্তারিত বিবরণ আমার রচিত বেলায়তে মোতলাকার ২য়
সংস্করণের বেলায়ত রহস্য পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা কাদেরীয়া মালামীয়া
মাইজভাগুরী তরীকত পন্থার উচ্চুল হিসাবে গণ্য। যাহাকে উচ্চুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির
সপ্ত পদ্ধতি বলা যায়। যথা :-

ফানায়ে ছালাছা :-

১ম :- “ফানা আনিল খাক্ক” অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা ও
কামনা না থাকা। যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয়। এবং নিজ শক্তি
সামর্থ্যের প্রতি যথাযথ আস্থা জন্মে। ফলে “জলুমান” বা জুলুমকারী সাব্যস্ত হয়না।

২য় :- “ফানা আনিল হাওয়া” অর্থাৎ যাহা না হইলেও চলে সেইরূপ কাজকর্ম ও
কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা। যাহার ফলে জীবন যাত্রার পথ সহজ ও ঝামিলামুক্ত
হয়। ফলে খোদা তায়ালার পক্ষে বেহেশ্তের ওয়াদা বিদ্যমান আছে দেখা যায়।

৩য় :- “ফানা আনিল এরাদা” অর্থাৎ খোদায়ী ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া।
নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছার নিকট বিলিন মনে করা। ছুফী
পরিভাষায় যাহাকে “তছলীম” ও “রজা” বলে। কাজেই সেই ব্যক্তির ব্যক্তিতে
“জহলান বা মুখ্খতা থাকেনা। যাহা কোরআনের পরিভাষা।

মওতে আরবায়্যা বা রিপূর চারি প্রকার মৃত্যুঃ-

১মঃ- মওতে আরবায়াজ বা সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস ও সংযমে হাছিল হয়।
যাহার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

২য়ঃ- মওতে আত্মওয়াদ বা কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায় হাছিল হয়।
কারণ অপরের সমালোচনা বা নিন্দার পর ছালেক বা এই আত্মশুদ্ধি পথের যাত্রী
নিজ দোষ ত্রুটি বুঝিতে সুযোগ পায়। এবং দোষ পরিত্যাগ পূর্বক খোদার দিকে
আগাইতে সক্ষম হয়। দোষ খুঁজিয়া না পাইলে খোদার শোকর গোজারী আদায়
করার ফলে, নিজ মনে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। তখন
সমালোচনাকারীকে বন্ধুরূপে দেখে এবং নিজে বিশ্ব বন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হন।

৩য় :- মওতে আহুমর বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে
হাছিল হয়। এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়

৪র্থঃ- মওতে আখ্জার বা সবুজ মৃত্যু। ইহা নির্বিল্লাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত
হইলে হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব অন্তঃকরণে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া
অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। এই ব্যক্তি
ছাহেবে তাছাবুরোফও হইয়া যায়।

হজরত আকদাছের এই সার্বজনীন শুদ্ধি প্রণালীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়,
তিনি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজম; নিছবতাইনে আ'দমীর বা আগত বিগত
সফলতা পন্থার সমাবেশকারী।

যেহেতু, এই মুক্তি পদ্ধতি নেহায়ত ঝামিলামুক্ত, উৎসাহ মূলক, আনন্দদায়ক,
হিংসাবিহীন এবং উভয় জগতের উন্ময়নমূলক নীতি। দেশ, জাতি সাদা, কালো,
সংসারী ও অসংসারী সকলের জন্য উপদেশ ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। এই
পথচারী সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল বুঝিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ। যাহা “মশীয়েতে
ইয়াজদানীর” বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন যুগোপযোগী ব্যবস্থা ও রীতিনীতি।

মোনাজাত

আল্লাহুম্মাগ্‌ফির জুনুবেনা, অস্তোর ওয়োবেনা ওয়া নব্বীর কুলুবেনা
বেনুরে হেদায়তেকা ওয়া মাযারেফাতেকা ওয়া ছাব্বিত আক্‌দামনা
আলা ছেরাতেকাল মোস্তাকীম, ছেরাতল লাজিনা আন আমতা
আলাইহিম গায়রিল মগজুবে আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন, আমীন।
এয়া রাব্বাল আলামীন। ছাল্লাল্লাহু আলা সৈয়দেনা ওয়া নব্বীয়েনা
ওয়া মওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলেহী ওয়া আছ্‌হাবেহী
ওয়াজোররিয়াতেহী আজমাঈন। আলহামদুলিল্লাহে লাহু মুলকুছ
ছমাওয়াতে ওয়াল আর্দে বেরাহমতেকা এয়া আরহামর রাহেমীন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-